গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA)
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (৪র্থ তলা), ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন
গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
www.ntrca.gov.bd

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিল্পনা ২০২২-২৩ অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	কাজী কামরুল আহছান পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), এনটিআরসিএ
সভার তারিখ	১৯ মার্চ, ২০২৩
সভার সময়	সকাল ১০.০০ টা
স্থান	জেলা শিক্ষা অফিস সম্মেলন কক্ষ, যশোর।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও অংশীজনদের বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) প্রতিষ্ঠার পর থেকে সহযোগিতা করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। আগামী দিনগুলোতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে মর্মে আশা প্রকাশ করেন। সভাপতি সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল অংশীজনের ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

আলোচ্য সূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পর্যায়ের (Entry Level) শূন্য পদে নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে ৪র্থ গণবিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে প্রার্থী নির্বাচন বিষয়ক আলোচনা;	উপপরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) অবহিত করেন যে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশকরণের লক্ষ্যে চতুর্থ গণবিজ্ঞপ্তি-২০২২ প্রকাশের নিমিত্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে অনলাইনে ই-রিকুইজিশন আহ্বান করা হয়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ ২৬ জুন, ২০২২ থেকে ০৭ আগস্ট, ২০২২ খ্রি: তারিখের মধ্যে অনলাইনে (ই-রিকুইজিশন) শূন্য পদের চাহিদা প্রেরণ করেন। প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ ই-রিকুইজিশনসমূহ ২৫ আগস্ট, ২০২২ খ্রি: তারিখে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এর নিকট চূড়ান্তভাবে Submit করেন। এনটিআরসিএ কর্তৃক উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণকে ২৫ আগস্ট, ২০২২ থেকে ৩১ আগস্ট, ২০২২ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ই-রিকুইজিশন সংশোধন করার সময় দেয়া হয়। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণ উক্ত সময়ের মধ্যে ই-রিকুইজিশন যাচাই-বাছাই করে জেলা শিক্ষা অফিসার এর নিকট Submit করেন। জেলা শিক্ষা অফিসারগণকে ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ই-রিকুইজিশন সংশোধন করার সময় দেয়া হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে জেলা শিক্ষা অফিসারগণ যাচাই-বাছাই করে টেলিটকের সফটওয়্যারের মাধ্যমে এনটিআরসিএ-এর নিকট ই-রিকুইজিশন Submit করেন। ৬৪ জেলা শিক্ষা অফিসার এর নিকট থেকে মোট ৭৪,৩৪৭টি শূন্য পদের চাহিদা পাওয়া যায়।	নির্ভুল ই-রিকুইজিশন প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ যথাযথভাবে চাহিদা প্রেরণ করতে হবে।	

আলোচ্য সূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	পরবর্তীতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২৭ জুলাই, ২০২২ খ্রি: তারিখে এনটিআরসিএ'র কার্যক্রম সম্পর্কে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে উক্ত শূন্য পদের চাহিদাসমূহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে মতামত দেয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে গত ১০ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি: তারিখে, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে ০৮ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি: তারিখে এবং মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে ০৯ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি: তারিখে মতামত পাওয়া যায়। তাতে দেখা যায় স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে ৩১,৫০৮টি এবং মাদ্রাসা, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ৩৬,৮৮২টিসহ মোট ৬৮,৩৯০টি শূন্য পদের চাহিদা সঠিক রয়েছে। উক্ত শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে নিবন্ধিত প্রার্থীদের নিকট থেকে আবেদন গ্রহণের লক্ষ্যে ২১ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি: তারিখে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর পরবর্তীতে ৩৩টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান তাদের প্রেরিত চাহিদায় ১২৮টি পদ ভুল হওয়ার কারণে তা সংশোধনের আবেদন করেন। এনটিআরসিএ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ সুপারিশ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সেবা প্রার্থীদের আস্থা অর্জন করেছে। এনটিআরসিএ'র কার্যক্রম পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অনেক গোছানো এবং ভুলের মাত্রা অনেক কম। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুপারিশকরণ কার্যক্রমে চাহিদা গ্রহণের ক্ষেত্রে কয়েকটি স্তরে যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। তারপরও প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ ভুল চাহিদা প্রেরণ করছেন। চাহিদা ভুলের দায়ভার একমাত্র প্রতিষ্ঠান প্রধানকেই নিতে হবে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৭ জুলাই, ২০২২ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ই-এ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যারের মধ্যে একটি আবেদনের বিপরীতে সর্বোচ্চ ৪০টি Choice অপশন রাখার ব্যবস্থা করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে টেলিটক বিডি লিমিটেড এর ই-এ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার আপডেট করা হয়েছে। যে কারণে ৪র্থ গণবিজ্ঞপ্তিতে একজন প্রার্থী একটি আবেদনের বিপরীতে সর্বোচ্চ ৪০টি Choice প্রদান করতে পেরেছেন। এছাড়া ৪০টি Choice এ নির্বাচিত না হলে তিনি মেধারভিত্তিতে দেশের অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত হলে যোগদান করতে ইচ্ছুক কিনা তার জন্য ই-এ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যারের মধ্যে Yes অপশন রাখা হয়েছে। ৪০টি Choice এর জন্য প্রতি আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদন ফি ১০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৪র্থ গণবিজ্ঞপ্তির আলোকে ২৯ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিঃ তারিখ থেকে ২৯ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ১,০১,৪১২ জন প্রার্থীর আবেদন পাওয়া যায়। উক্ত আবেদনসমূহ এনটিআরসিএ থেকে প্রেরিত গাইড লাইন অনুসারে টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক Process সম্পন্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি: তারিখ প্রাথমিক নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হয়। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের পুলিশ যাচাই (ভি-রোল ফরম) পূরণপূর্বক এনটিআরসিএ-তে জমা প্রদানের জন্য ওয়েবসাইটে ভি-রোল ফরম দেয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা বিভাগ কর্তৃক ভি-রোল ফরম যাচাই প্রতিবেদন পাওয়ার পর চুড়ান্তভাবে সুপারিশ করা হবে। পরবর্তী গণবিজ্ঞপ্তির করণীয় বিষয়ে সভায় ই-রেজিষ্ট্রেশনের এবং ই-রিকুইজিশন প্লাটফর্ম এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। উপপরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) জানান ই-রেজিষ্ট্রেশনের মত ই-রিকুইজিশনেরও নির্দেশিকা প্রকাশ করা হবে। সভায় শূন্য পদের নির্ভুল চাহিদা প্রদানের উপর আলোচনা হয় এবং ই-		এন.টি.আর.সি.এ.

আলোচ্য সূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
	জানানো হয়।		
২. **সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২০ এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল বিষয়ক আলোচনা;**	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) সভাকে অবহিত করেন যে, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২০ গ্রহণের লক্ষ্যে বিগত ২৩ জানুয়ারি ২০২০ খ্রি: তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২০ এর প্রিলিমিনারি টেস্টের পূর্ব নির্ধারিত তারিখ ছিল ১৫ ও ১৬ মে, ২০২০ খ্রি.। পরবর্তীতে বৈশ্বিক করোনা মহামারি এবং এনটিআরসিএ'র সিস্টেম এনালিস্ট এর পদটি শূন্য থাকার কারণে ২৬ এপ্রিল, ২০২০ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২০ এর প্রিলিমিনারি টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। বৈশ্বিক করোনা মহামারি পরিস্থিতির সার্বিক উন্নতির প্রেক্ষিতে সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২০ গ্রহণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২০ এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ১৩ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি: তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.৪৪.০১০.১৬(অংশ).২৯৭ স্মারক পত্রে সম্মতি প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২০ এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষার তারিখ ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি: তারিখ নির্ধারণ করা হয়। উক্ত প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় স্কুল-২, স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে মোট ১১,৯৩,৯৭৮ জন প্রার্থী আবেদন করেন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬,০৮,৪৯২ জন। তন্মধ্যে স্কুল-২ পর্যায়ের পরীক্ষার্থী ৯০,১৯১ জন, স্কুল পর্যায়ের পরীক্ষার্থী ৩,০২,৪১২ জন এবং কলেজ পর্যায়ের পরীক্ষার্থী ২,১৫,৮৭৯ জন। বিগত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি: তারিখের ৩৭.০৫.০০০০.০১০.০০৩.২০.২০০ সংখ্যক স্মারকমূলে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা স্কুল-২ পর্যায়ে ১৫,৩৭৯ জন, স্কুল পর্যায়ে ৬২,৮৬৪ জন এবং কলেজ পর্যায়ে ৭৩,১৯৩ জনসহ সর্বমোট ১,৫১,৪৩৬ জন। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সার্বিক পাসের হার ২৪.৮৯%। ষোড়শ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯ এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ২৩.৮৩%। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র পরিশোধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা আগামী মে, ২০২৩ মাসে গ্রহণ করা হবে।	সপ্তদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০২০ এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল অবহিত করা হলো।	সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৯-০৩-২০২৩
কাজী কামরুল আহছান
পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), এনটিআরসিএ
০২-৪১০৩০১২১
director_pedagogy@ntrca.gov.bd

তারিখ: ১৫ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৯ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ৩৭.০৫.০০০০.০০৯.৬১.০০১.২০.১১১৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) এর দপ্তর, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ);
২। সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন) এর দপ্তর, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ);
৩। পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) এর দপ্তর, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ);
৪। উপপরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), উপপরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) এর দপ্তর, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ);
৫। জেলা শিক্ষা অফিসার, যশোর। এবং
৬। পি.এ টু চেয়ারম্যন, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)।

৩০-০৩-২০২৩
শারমিন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), এনটিআরসিএ, ঢাকা।
ফোন: ৫৫১৩৮৫০৭